IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

Satinath Bhadurir Upanyase Biharer Bhumijibi

Amit Patra
Assistant Professor, Haldia Government College

Abstract: In the history of Bengali literature, Satinath Bhaduri is a notable name. Not only he was born in Bihar, but also, he completed his education there and lived his entire life closely connected to the socio-cultural life of Bihar. Despite being born into a privileged family, he did not confine himself to educated Bengali or elite Bihari circles. During his early ages, he mingled with underprivileged Bihari students, engaging closely with them. Later, he became familiar with Bihari landlords and peasant communities as a lawyer. Eventually, he became deeply involved in politics, touring villages in Purnia district, becoming familiar with their poverty, and became a relative to them, their beloved 'Bhaduriji'. Therefore, naturally, when creating literature, the familier world and its inhabitants crowded in his mind. He skillfully propounded their daily life struggle, their mentality, and their battle. In this essay we have tried to reveal the struggle of the peasants by discussing the novels of Satinath Bhaduri.

Key Word: Satinath Bhaduri, Upanyas, Bihar, Bhimijibi, Shoshan, Pratibad, Pratirodh

মূল প্রবন্ধরু বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে সতীনাথ ভাদুড়ী একটি উল্লেখযোগ্য নাম। যদিও সতীনাথ ভাদুড়ী পাঠক.জনপ্রিয় লেখক ননএ তাঁর বইয়ের কাটতি কোনো ভাবেই ঈর্ষনীয় নয়। তবুও তাঁকে বাদ দিলে বাংলা কথাসাহিত্যের আলোচনা যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তিনি কেবল বিহারে জন্মগ্রহণই করেননিএ বিহারে শিক্ষা সমাপ্ত করে আজীবন বিহারে বাস করে বিহারের জনজীবনকে নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান হয়েও তাঁর পরিচয়ের সীমারেখা শুধুমাত্র শিক্ষিত বাঙালী ও উচ্চবিত্ত বিহারী সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। ছাত্রাবস্থাতে তিনি দরিদ্র বিহারী ছাত্রদের সঙ্গে মিশেছেনএ তাদের সঙ্গে একসঙ্গে থেকেছেন। যৌবনে উকিল হয়ে বিহারী জমিদার ও কৃষক সাধারণের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তারপর রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে তিনি পূর্ণিয়া জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছিলেনএ পরিচিত

হয়েছিলেন তাদের দারিদ্র্যের সঙ্গেএ হয়ে উঠেছিলেন তাদের আত্মীয়এ তাদের প্রিয় হভাদুড়ীজীহ। শ্রীদেবকান্ত বরুয়া এক স্মৃতিচারণে লিখছেনকৃ

> ষবিহারে এসে আমি পূর্ণিয়া যাই। সেখানে তাঁর বাড়ি দেখতে যাই এবং সেখানকার অনেকের সঙ্গে সতীনাথ সম্পর্কে আলোচনা হয়। বিহারের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভোলা শাস্ত্রী আমাকে বলেন যে তিনি সতীনাথবাবুর নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে বহুদিন গ্রামে গ্রামে দেশে কাজ করেন। শাস্ত্রী আরও বলেন যেএ এমন অসাধারণ লোক আর হয় না। তিনি ছিলেন পণ্ডিত লোক অথচ গরিব চাষি এবং কৃষি মজুরদের সঙ্গে মিশতেন নিবিড় আন্তরিকতার সঙ্গে। হপড়হে ফার্সীএ বেচে তেল।ষ[১]

তবে আদর্শবাদী সতীনাথ কিন্তু বেশিদিন কংগ্রেস পার্টিতে থাকতে পারেননি। মতাদর্শগত মনোমালিন্যের কারণে তিনি কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে সোস্যালিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। তারপর তিনি কলকারখানার মজুরদের সঙ্গে মিশেছেন ও তাদের দাবির ন্যায্যতা নিয়ে আন্দোলন করেছেন। ধনী পরিবারের সন্তান হলেও সতীনাথের বেশভূষা ছিল অত্যন্ত সাধারণএ খদ্দরের ধুতি.পাঞ্জাবি ও চাদর এবং দরকার পড়লে গলাবন্ধ কোটএ পায়ে চপ্পলএ কোথাও রাত্রি কাটাতে হলে হাতে থাকত কম্বল। তাঁর হঅনুসন্ধানীহ প্রবন্ধে বনফুল সম্পর্কে বলতে গিয়ে নিজের সম্পর্কে দু.একটি কথা চলে এসেছেকৃ

> ষপূর্ণিয়া জেলার বাঙালীরা কেউ বনফুল বলে নাএ বলে বলাইদাএ বাইরের লোকের কাছে গর্ব করে বলে বেড়াবার মতোএ এই অগ্রজ সম্পর্ক পাতানো নামটা। বছর কয়েক আগে গিয়েছিলাম তাঁদের বাড়িতে একটা নিমন্ত্রণ রাখার অছিলায়। . . . তাঁদের বাড়ীতে একটা ছেলে হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করলএ কাকে খুঁজছেন় আমি বাংলায় জবাব দেওয়ায় অবাক হয়ে তাকাল ছেলেটি। আমার গায়ে রাজেন্দ্রপ্রসাদী লংকোটএ পায়ে চপ্পলএ এক হাতে গাছ আর এক হাতে কম্বল। ছেলেটির দোষ কী় . . . রাত সাড়ে বারোটায়

গাড়ি। অন্ধকার রাত্রিए বাড়ির একটি ছেলে লণ্ঠন নিয়ে সঙ্গে চলেছে স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দেবার জন্য। গ্রামের পথে কিছুদূর গিয়ে ছেলেটি আমতা আমতা করে তার ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাইল। ষকিসের ত্রুটিঃ আমাকে হিন্দীভাষী ভাবার। ভুলে গিয়েছিলাম কথাটা। হেসে তাকে আশ্বস্ত করতে হল।চ[২]

শুধু বেশভূষায় নয়ए কথাবার্তায় সহানুভূতি ও একাত্মতাবোধে তিনি হয়ে উঠেছিলেন বিহারের মৃত্তিকাশ্রয়ী মানুষগুলির একজন। তাই স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্য সৃষ্টির সময় সেই পরিচিত জগৎ এবং সেখানে বিচরণকারী মানুষগুলোই তাঁর মানসপটে ভিড় জমিয়েছে। নিপুণভাবে উপস্থাপিত করেছেন তাদের দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামए তাদের মানসিকতা ও সংগ্রামকে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাসের সংখ্যা ৬টি। উপন্যাসগুলি হল দৃ হজাগরীহ ;১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দদ্বए হচিত্রগুপ্তের ফাইলহ ;১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দদ্বए হঢোঁড়াই চরিত মানসহ ;প্রথম চরণ. ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দए দ্বিতীয় চরণ দৃ ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দদ্বए হঅচিন রাগিনীহ ;১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দদ্বए হসংকটহ ;১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দদ্ব এবং হদিগ্‌ভ্রান্তহ ;১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দদ্ব । ছয়টি উপন্যাসের মধ্যে প্রথম তিনটি উপন্যাসে তিনি বিহারের ভূমিলগ্ন মানুষগুলির জীবনচিত্র অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন।

সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রথম উপন্যাস হজাগরীহ ;১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দদ্ব ৪২.এর আগস্ট আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত। উপন্যাসের চারটি চরিত্র বাবাए মাए নীলু ও বিলু চারজনই রাত জাগছে কারণ রাত পোহালেই আগস্ট আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী আসামী বিলুর ফাঁসি হবে। তাই হফাঁসি সেলেহ রাত জেগে সে তার অতীত জীবনের স্মৃতিচারণ করছে। বিলুর বাবা গান্ধীজীর আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে আশ্রম গড়ে তোলেন। সে রাতে তিনিও জেলের হআপার ডিভিশন ওয়ার্ডেহ আছেন। একনিষ্ঠ গান্ধীবাদী বাবা বিনিদ্র রাত্রি যাপন করতে করতে কখনো অতীতের কথা ভাবছেনए কখনো বিলুর মৃত্যুমুহূর্ত স্মরণ করে যন্ত্রণায় কাতর হয়েও মহাত্মাজীকে স্মরণ করছেন। তাঁর স্ত্রী কৃ বিলু ও নীলুর মাকৃ ভারতীয় মাতৃভাবের এক চমৎকার প্রতিমূর্তিए

স্বামীর যথার্থ সহধর্মিনী। লেখাপড়া তেমন না জানলেও এবং গান্ধীভাবের তাত্ত্বিক মর্ম তেমন না বুঝলেওए যেহেতু স্বামী গান্ধীজীর পথ গ্রহণ করেছেনए সেই কারণে তিনিও সেই পথের অনুগামিনী হয়েছেন। জীবনে অনেক স্বাদ.আহ্লাদ ছিল তাঁরए ভেবেছিলেন ছেলেদের বিয়ে দিয়ে নাতি.নাতনি পরিবৃত হয়ে বৃদ্ধ বয়সে একটি স্বচ্ছল সুখী পরিবারের কেন্দ্রমণি হয়ে থাকবেন। কিন্তু কিছুই হল না তার। রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে পড়ে গোটা সংসারটা কেমন ছারখার হয়ে গেল। পুত্রের ভাগ্যে যে সাংঘাতিক পরিণাম ঘটতে যাচ্ছে তার কথা ভেবে জেলের ‘আওরৎ কিতায়’ তিনি উদ্‌ভ্রান্ত ও মুহুর্মুহু অস্থির হয়ে পড়ছেন। ছেলের কথা ভেবে ভেবে তিন দিন ধরে তিনি অন্নজল ছেড়েছেন। তাঁর অত্যন্ত সাধের সংসার নষ্ট করার জন্য মনে মনে কখনও মহাত্মাজীকে অভিশাপ দিচ্ছেনए কখনও স্বামীর প্রতি অসহ অভিমানে ভিতরে ভিতরে ডুকরে কেঁদে উঠছেন। আর নীলু জেলের বাইরে ফটকের সামনে কম্বল পেতে বিনিদ্র রাত্রি যাপন করছে। কারণ ম্যাজিস্ট্রেট তার হাতেই তার দাদার মৃতদেহ সমর্পণের আদেশ দিয়েছেন। দাদার ফাঁসির আদেশ হওয়ার মূলে তার নিজের দায়িত্ব কতখানি সে বিষয়ে সে আত্মসমালোচনার ভঙ্গিতে সাত.পাঁচ চিন্তা করছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্থনমূলক গোঁ.টি ছাড়ছে না। দাদার প্রতি আনুগত্য আর পার্টির প্রতি আনুগত্য এই দুইয়ের মধ্যে ভিতরে ভিতরে প্রচণ্ড টানাপোড়েন চলছে। যদিও শেষপর্যন্ত বিলুর ফাঁসি হয়নিए অনির্দিষ্ট কালের জন্য ফাঁসি স্থগিত হয়ে গিয়েছে।

পূর্ণিয়া সেণ্ট্রাল জেলের একটি রাতের নাটকীয় মুহূর্তকে কেন্দ্র করে কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছে পূর্ণিয়ার বিশাল জনজীবনেए উপন্যাসের প্রকাশ.রীতি ব্যক্তির স্মৃতিচারণাए তাই স্বাভাবিকভাবেই জনজীবনের চিত্রণ এখানে কিছুটা সংকুচিত হয়ে পড়েছে। তাসত্ত্বেও উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে পূর্ণিয়ার জনজীবনটিকে চিনে নিতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না। কাশী বিদ্যাপীঠ ও নৈহাটি স্টেশনের দুটি প্রসঙ্গ ছাড়া এই উপন্যাসের সর্বত্রই উত্থাপিত হয়েছে পূর্ণিয়ার জনপদজীবন। মানুষগুলির দারিদ্র্য ও অসহায়তার টুকরো টুকরো চিত্র উপন্যাসে উঠে এসেছে। বিলুর স্মৃতিচারণে আছেদ্ব

> ‘বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কেবল স্থানীয় ভূমিহার ও রাজপুত জাতের পারস্পরিক দলাদলির মুখপাত্র মাত্র।’[৩]

আর নীলুর স্মৃতিচারণে ক্ষেতমজুরদের শোষণের চিত্র যেমন উঠে এসেছে তেমনি উঠে এসেছে কংগ্রেসের অন্তঃসারশূন্যতাকৃ

> ষকংগ্রেস সংগঠন সম্পূর্ণ ধনী কিষাণদের হাতেए জমিদারের শোষণ হইতে তারা মুক্ত হইতে চায়ए কিন্তু নিজেরা তাহাদের সীমিত ক্ষেত্রে আধিয়াদারए বাটাইদার বা নিঃসম্বল ক্ষেতমজুরদের উপর শোষণ বন্ধ করিতে চায় না। কংগ্রেস মিনিস্ট্রির সময় যতগুলি আইন তৈয়ারী হইয়াছিল সবগুলিই ইহারা কূটকৌশলে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। দহিভাতে গ্রামের সেই প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি যে কংগ্রেস অফিসে প্রায়ই আসিত কৃ গলায় প্রচণ্ড গলগণ্ড কৃ আসিয়াই কাঁদিতে বসিতए দাদাকে বলিতए হ্তুমি ছাড়া এর বিহিত আর কেউ করতে পারবে নাए কৃ আকাশে চন্দ্র সূর্য থাকতে এই জুলুমए সহদেও.এর ভাই কপিলদেও আমার সব জমিজমা নিতে চায়।হ্ষ[4]

শুধুমাত্র জমি হস্তগত করা নয়ए ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বিহারের ভূমিকম্পপীড়িত মানুষদের জন্য যে রিলিফ আসে কংগ্রেস নেতাদের কারসাজিতে তার সিংহভাগ চলে যায় ধনী. সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ ও ভূস্বামীদের ঘরে। ফলে সাধারণ মানুষের জীবনের বিন্দুমাত্র বদল ঘটে নাए হয় না তাদের কষ্টের অবসান। রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে সতীনাথ ভাদুড়ী অত্যন্ত কাছ থেকে ভূমিলগ্ন মানুষগুলির দুর্দশার চিত্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন আর তাই কলমের আঁচড়ে তুলে এনেছিলেন উপন্যাসের পাতায়।

সতীনাথের পরবর্তী উপন্যাস হ্চিত্রগুপ্তের ফাইলহ্ ;১৯৪৯দ্ধ.এও বিহারের ভূমিজীবী মানুষ ও তাদের সংগ্রামের একটা টুকরো ছবি উঠে এসেছে। উপন্যাসটির কাহিনী আরম্ভ হয়েছে মহাত্মা গান্ধীর তিরোধানের পরদিন অভিমন্যুর চিতার পাশে বসে কৃ শিউচন্দ্রিকার শ্মশান বৈরাগ্যের চিন্তায় আর মিনাকুমারীর কান্নায়। তারপর গ্গী ঢ়ধপশ পদ্ধতিতে কাহিনী কখনো অতীতে ফিরে যায়ए আবার কখনো ফিরে আসে বর্তমানে এবং শেষ হয় কয়েকদিন পর মিনাকুমারীর আত্মহত্যায়। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হয় এটি একটি প্রেমের উপাখ্যান। কিন্তু একটু গভীরভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেই বোঝা যায় এই বিয়োগান্ত প্রেমের উপাখ্যানকে নিয়ন্ত্রণ করছে মিল.মালিক ও কর্মীদের সংঘাতए জোতদার ও বাটাইদারদের বিরোধ।

উপন্যাসের পটভূমি পূর্ণিয়া জেলায় অবস্থিত বলীরামপুরের মিল ও পার্শ্বস্থ অঞ্চল। বলীরামপুরের মিল.ইউনিয়নের সেক্রেটারি শিউচন্দ্রিকা আর তার সহকর্মী অভিমন্যু একনিষ্ঠ সেবা আর সততার জন্য সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। মিলের মজুরদের ন্যায্য দাবি নিয়ে তথ্য প্রমাণসহ নানা অভিযোগ করে এস০ ডি০ ও০ লেবার কমিশনারের কাছে। কিন্তু মিল ম্যানেজার জয়নারায়ণ ইউনিয়ান কর্মীদের চরিত্র কলঙ্কিত করার জন্য মিনাকুমারীকে লেখা অভিমন্যুর এক গোপন চিঠি কমিশনারের কাছে পেশ করে। চিঠিটা জয়নারায়ণ যোগাড় করেছিল মিনাকুমারীর সহকর্মিণী ও বন্ধু রুকনীর কাছ থেকে। আসলে চিঠিটি মিনাকুমারীর হাতেই পড়েনি৻ টাকার খেলাতেই বেহাত হয়ে গেল। নিজের সম্মান বাঁচাবার জন্য অভিমন্যু তাকে লেখা মিনাকুমারীর চিঠি দেখাতে পারত৻ তার শালীনতাবোধ তাকে বিরত করল মিনাকুমারীকে অসম্মানজনক পরিস্থিতি থেকে বাঁচাতে। সে বলতে পারল না যে সে চায় মিনাকুমারীকে আর মিনাকুমারী চায় তাকে। অভিমন্যুর এই লঘুচিত্ততার জন্য বলীরামপুরের মজুরদের স্বার্থহানি হয়। তাই তার এই অযোগ্যতার শাস্তি স্বরূপ তাকে পাঠানো হয় শিরোনিয়া গ্রামে ঌবকাস্তঌ আন্দোলন চালানোর জন্য। এই আন্দোলন জমিদারদের সঙ্গে আধিয়াদের সংঘর্ষ। আসলে স্বাধীনতা লাভের পরও বিহার তথা ভারতবর্ষের কৃষিজীবী মানুষদের জীবনে কোন পরিবর্তন আসেনি। স্বাধীনতা পেয়েছে শুধু অযোধিয়া চৌধুরীর মত জমিদাররা। ভূমিজীবী মানুষগুলির জীবনে রয়ে গেছে একইরকম শোষণ ও নির্যাতন। ফলস্বরূপ অনিবার্যভাবেই এসেছে ভূমিজীবী মানুষগুলির প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ। কিন্তু সেই প্রতিরোধের ওপর নির্মমভাবে নেমে আসে জমিদারের লাঠিয়ালরা। তাদের সহায় হয়েছে থানার দারোগা। লেখক অত্যন্ত নিরাসক্তভাবে স্বাধীনতা পরবর্তী বিহারের জমিদার ও কৃষকদের অবস্থা তুলে ধরেছেন। তিনি লিখছেনঃ

> ষহিন্দুস্থান আজাদ হবার পর কঌমাসই বা গিয়েছে৻ এই আগস্ট৻ সেপ্টেম্বর৻ অক্টোবর৻ নভেম্বর৻ ডিসেম্বর৻ আর এখন এই জানুয়ারি চলছে৻ মাত্র তো এই পাঁচটি মাস! . . . কিন্তু এই ক মাসে রাজ্যের ঝঞ্ঝাটের বাধা না মেনে এক হাঁটু কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে পোঁতা শ্যামল ধানের চারাগুলি সোনার বোঝার ভারে এলিয়ে পড়েছে আলের উপর।

ধানের মর্ম ধান মেনেছে। আর জমিদারও তার ধর্ম ভোলেনি। এই পাঁচ মাস অযোধিয়া চৌধুরীর লেঠেলরা লাঠিতে তেল দিতে ভোলেনি। অযোধিয়া চৌধুরী নিজে সেং মঘৈলী থানার দারোগা সাহেবকে ভেট পাঠাতে ভোলেনি একদিনও। পুলিশ নিমকহারাম নয়ং যার নুন খায় তার গুণ গায়। সেই ভরসাতেই অযোধিয়া চৌধুরী জমি থেকে বেদখল করতে সাহস করেছে অগণিত রায়তদেরং যারা বংশপরম্পরায় এই জমিতে অশ্রু আর ঘামের রস যুগিয়ে এসেছে। নির্মম হাতে তাদের উপড়ে ফেলে দিতে চায় শিরনিয়ার জমিদারবাবুং স্বাধীন ভারতের রসের মধু যেন সে শিকড় না পায় জমিদারী প্রথা লোপের আগেং তাই তার মরণ কামড়ং অজস্র শিকড় ছেঁড়া রায়তদের কাতর আর্তনাদ জমিদার কানেও তোলেনি।[৫]

কিন্তু কৃষকদের এই আর্তনাদকে বর্জ্র নির্ঘোষে রূপ দিতে এগিয়ে এসেছিল অভিমন্যু ও তার দল। শিরোনিয়ায় শুরু হয় হবকাস্তহ আন্দোলন। কিন্তু পুলিশ আর অযোধিয়া চৌধুরীর লেঠেলদের সামনে দাঁড়াতে পারেনা রায়তরা। ঝাণ্ডা হাতে নেওয়া অভিমন্যুর উপর তাদের আক্রোশটা ছিল সবচেয়ে বেশি। তাই তার উপর লাঠির ঘা.ও পড়ে সবচেয়ে বেশি। মারাত্মকভাবে আহত অভিমন্যুকে গ্রামবাসীরা বলীরামপুরের ইউনিয়ান অফিসে পৌঁছে দিয়ে যায়। শিউচন্দ্রিকা সেবা.শুশ্রূষা করেও বাঁচাতে পারল না তার সহকর্মীকে। তারপর সরকারের আদেশে শিউচন্দ্রিকাকে বলীরামপুর ছাড়তে হয় আর মিনাকুমারী সব জানতে পেরে অনুশোচনাং দুঃখ বেদনায় অস্থির হয়ে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করে।

সুতরাং দেখি একটি বিয়োগান্ত প্রেম কাহিনীর পাশাপাশি লেখক বলীরামপুরের জুট মিলের শ্রমিক ও শিরোনিয়া গ্রামের কৃষকক্ এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়ে স্বাধীন ভারতের জনসাধারণের প্রবঞ্চনা ও লুণ্ঠনং স্বদেশী শাসকং স্বদেশী শোষকের চক্রান্তে কৃষকদের আন্দোলন কি ঘৃণ্যতম পদ্ধতিতে পদদলিত হয় তার মর্মন্তুদ অথচ বাস্তব কাহিনী তুলে ধরেছেন ব্যঙ্গ.বিদ্রূপ.বেদনা মেশানো সংযত ভাষায় ও নিরাসক্ত ভঙ্গিতে। লেখকের বর্ণিত এই কাহিনী শুধু পূর্ণিয়ার কাহিনী নয়ং এ কাহিনী স্বাধীনতা উত্তরকালের সমগ্র ভারতবর্ষের কাহিনী।

বিহারের গ্রাম জীবনের অন্তরঙ্গ ছবি ধরা পড়েছে ‟রাম চরিত মানস”-এর আদলে লেখা সতীনাথের ‟ঢোঁড়াই চরিত মানস” উপন্যাসে। ‟জাগরী” কিংবা ‟চিত্রগুপ্তের ফাইল” উপন্যাসে ভূমিলগ্ন মানুষগুলির কয়েকটি টুকরো টুকরো ছবি উঠে এসেছে। কিন্তু এ উপন্যাসে দেহাতিরাই হল প্রধান চরিত্র। সেদিক থেকে ‟ঢোঁড়াই চরিত মানস” হল উত্তর-পূর্ব বিহারের লৌকিক জীবনের একটি নাতিবৃহৎ ‟সাগা”। দুই খণ্ডে সমাপ্ত এই উপন্যাসের মূল চরিত্র জিরানিয়ার অন্তেবাসী অন্ত্যজ শ্রেণীর তাৎমাদের পিতৃহীন ও মাতৃ-পরিত্যক্ত ঢোঁড়াই । তাকে ঘিরে আরও অসংখ্য চরিত্র এই উপন্যাসে জটলা বেঁধেছে – সবাই তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষ। তারা মূল দুটি শিবিরে বিভক্ত। ধাঙড়টুলির ধাঙড়রা আর তাৎমাটুলির তাৎমারা। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে রেষারেষি ছিল যথেষ্ট। ধাঙড়রা তাৎমাদের বলে ‟নোংরা জানোয়ার”; তাৎমারা ধাঙড়দের বলে ‟বুড়বক কিরিস্তান”। তাৎমাদের বৃত্তি ঘরামী আর কুয়োর বালি ছাঁকা। তারা কথায় কথায় ‟রামচরিতমানস”-এর দোহাই দেয়। ধাঙড়রা অনেকেই খৃষ্টান; তারা সাহেবদের বাড়িতে মালীর অথবা মজুরের কাজ করে।

এই তাৎমাটুলির বুধনীর ছেলে ঢোঁড়াই । ঢোঁড়াই-এর বয়স যখন বছর দেড়েক তখন তার ‟হাবা গোবা ভাল মানুষ” বাবা মারা যায়। তারপর বুধনী বিয়ে করল বাবুলালকে। বাবুলাল পরের ছেলের ভার নিতে চায় না। তাই বুধনী বৌকা বাওয়ার কাছে ঢোঁড়াইকে রেখে যায়। পিতৃহারা এবং জননী পরিত্যক্তা ঢোঁড়াই বৌকা বাওয়ার কাছে পুত্রস্নেহে বড় হতে লাগল। বৌকা বাওয়ার ইচ্ছা ঢোঁড়াইকে সে তার ‟ভকত” করে তোলে। কিন্তু একটু বড় হতেই ঢোঁড়াইয়ের মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছার স্ফুরণ দেখা দিল। বৌকা বাওয়ার প্রতি তার অন্তরের টান থাকলেও মোহন্তগিরি করার দিকে সে কোনমতেই ঝুঁকল না। তাৎমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারণ করে সে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের বড় রাস্তায় মাটি ফেলার কাজ নিল। ফলস্বরূপ তাৎমারা ক্ষেপে গিয়ে বৌকা বাওয়ার ‟থান” জ্বালিয়ে দিল। কিন্তু তার ফল হল গুরুতর। ঢোঁড়াইয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তাৎমাদের ধরতে আসে। শেষে ঢোঁড়াইয়েরই চেষ্টায় পুলিশকে ঘুষ দিয়ে অপরাধীরা রক্ষা পায়। এই ঘটনার ফলে গ্রামে ঢোঁড়াইয়ের মর্যাদা বেড়ে যায় তাকে আর কেউ ঘাঁটাতে সাহস করে না।

তাৎমাদের মহতো প্রধান ও মহতো গিন্নীর ইচ্ছা ছিল তাদের পঙ্গু মেয়ে ফুলঝরিয়ার সঙ্গে ঢোঁড়াইয়ের বিয়ে হয়। কিন্তু ঢোঁড়াই তাদের ফাঁদে পা দেয়নি। সে পশ্চিমা মেয়ে রামিয়ার রূপ.লাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করে। কিন্তু কিছুদিন পরেই রামিয়ার সঙ্গে তার বিবাহোত্তর জীবনে বিপর্যয় ঘনিয়ে আসে। রামিয়াকে ছেড়েএ তাৎমাটুলি ছেড়ে ঢোঁড়াই চলে যায় বিসকান্দায়। সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশএ নতুন মানুষের সংস্পর্শে নবজন্ম ঘটে তার। আসলে লেখক শুধু তাৎমাদের রুজিরোজগারএ জীবন. যাপনের বর্ণনায় খুশি ছিলেন নাএ তিনি বুঝে নিতে চেয়েছিলেন শ্রেণিগত বিন্যাসকেএ অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের আঘাত.প্রত্যাঘাতকে। তাই উপন্যাসের প্রথম চরণে সতীনাথ তাৎমাটোলার জীবনচিত্র বর্ণনা করেছেন। তিনি বরং বলছেন এই তাৎমারা হচাষবাস করে নাএ বাসের জমি ছাড়া জমি চায় না।হ[৬] কিন্তু সতীনাথ বুঝেছিলেন চাষবাস ছাড়া ভারতবর্ষকে প্রতিবিম্বিত করা সম্ভব নয়। তাই তিনি উপন্যাসের দ্বিতীয় চরণে ঢোঁড়াইকে স্থানান্তরিত করেছেন জমি ও চাষের রাজ্যে বিসকান্ধায়। লেখক নিজেই লিখছেনকৃ

> চআমাদের দেশের বেশির ভাগ লোক চাষবাস করে খায়। তাই গোরুর. গাড়ির.চালক ঢোঁড়াইকে যৌবনে তাৎমাটুলিতে থেকে সরাতে হলো চাষবাসের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাবার জন্য।চ[৭]

তাৎমাটুলির মানুষের সঙ্গে জমির কোনো সংযোগই ছিল না। সেখানে কেউ জমির গল্প করত নাএ কালেভদ্রে জমিদারের গল্প করত। কিন্তু বিসকন্ধায়কৃ

> হসকলেরই নজর মাটির উপরএ জমির উপর।. . . এখানকার হাওয়াই অন্যরকম। এখানকার হাসিকান্না গল্পরঙ্গ তামাশা সবই চাষবাস আর জমিদারকে নিয়ে।হ[৮]

এই জমির রাজ্যে ঢোঁড়াইকে এনে লেখক তৎকালীন ভারতবর্ষের কৃষিব্যবস্থার বাস্তবতার সঙ্গে আমাদের পরিচিত করেছেন। জমি হল বিসকন্ধার ভূমিজীবী মানুষগুলির জীবনএ জমি হল তাদের মরণএ সর্বোপরি জমি তাদের আত্মার সঙ্গে জড়িত। লেখকের কথাতেও সেকথার সমর্থন পাওয়া যায়কৃ

> ষরোজগার মানেই যে জমি। ইজ্জতের সঙ্গে রোজগারএ জমি। আর রোজগারের সঙ্গে ইজ্জত চাইলে তারও দরকার জমির। চাষের জমিএ গোরু চরাবার জমিএ নিকাশের জমিএ বসতবাড়ির জমিএ ধেনো জমিএ তামাকের জমিএ ভুট্টার জমিএ যার আছে সে আরও চায়এ যার কোনওদিন ছিল নাএ সে.ও আজকে চায়য যাদের ছিলএ গিয়েছেএ তারা তো চাইবেই। . . . জমিএ আর জমিএ আর জমি।ষ[৯]

কিন্তু যেভাবেই এই মানুষগুলো রোজগার করুক না কেনএ দারিদ্র তাদের নিত্য সঙ্গী। জাতপাত আলাদা হলেও সব লোকের অবস্থা একইরকম। কারণ বিসকন্ধায় জমিদারের সর্বত্রব্যাপী সর্বশক্তিমান অস্তিত্ব। বিসকান্ধার আসল জমিদার বচ্চন সিং রাজপুত। নিজেকে সে কিষাণ বলেএ যদিও তার তিন হাজার বিঘা জমি। এই অঞ্চলে সে এসেছিল মজকুরি সেপাই হিসাবে। লেখক লিখছেনক্

> ষসেই মজকুরি সেপাই কেমন করে আস্তে আস্তে এখানকার বাবুসাহেব হয়ে গেলেনএ সেটা এদিককার প্রতিটি গ্রামের গতানুগতিক ইতিহাস। তার মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই।ষ[১০]

আসলে জমি বাপের নয়এ জমি দাপের। এই নিয়মের সূত্র ধরে বিসকন্ধার সব জমি ধীরে ধীরে বচ্চন সিং এর পেটে চলে যায়। লেখক লিখছেনক্

> ষএমনি করেই জমি বাড়ে। জলে জল আনে। কোথা থেকে কেমন করে যে জমি বাবুসাহেবের হাতে চলে যায়এ তা আগে থেকে লোকেও টেরও পায় না।ষ[১১]

সাগিয়ার মা মোসম্মতের জমিই তার প্রমাণ। জমিদারদের সাগরেদ গিধর মণ্ডলএ বুড়হাদাদার নাতির মৃত্যু হলে প্রমাণ করে দেয় যেএ ডাইনি মোসম্মতই তার জন্যে দায়ী। সেই বদনাম দিয়ে তাকে ভিটে.ছাড়া করে তার জমি হস্তগত করে। বচ্চন সিংয়ের দীর্ঘদিনের ইচ্ছা এতদিনে পূরণ হয়। তার আত্মগত চিন্তাক্

> ৺বাড়িয়ে যাও হাত যতদূর পৌঁছায়ए ঐ লাঠিসমেত হাত৷ হাত গুটিয়ে বসে থেকো না কখনো৷ আলের মাটি কেটে এগিয়ে যাও একটু.একটু করে৷ কচার ডালের খুঁটি নতুন করে সরিয়ে পোঁতো৷ জমির সীমানার বেড়া এগিয়ে নিয়ে যাও রাস্তার দিকেए নইলে পরে নিঃশ্বাস ফেলবার জায়গা পাবে না৷৲[১২]

শুধু আল কেটে জমি দখল নয়ए সার্ভের সময় জনধারণের গোরুচরানোর জমিকে নিজের পতিত জমি বলে লিখিয়ে নেয় বচ্চন সিং৷ লবণ সত্যাগ্রহের সময় জায়গাটা মহাত্মাজির থান বলে চিহ্নিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিলে সে পঞ্চায়েতের ছড়িদারকে দিয়ে গোপনে পুলিশে খবর পাঠায়৷ পুলিশ এসে গ্রামের লোককে ভয় দেখায়ए সতর্ক করে দিয়ে যায়৷ এর মধ্যে দিয়ে পঞ্চায়েত.জমিদার.পুলিশের গূঢ় যোগসূত্রটি এক ঝলকে আমাদের সামনে উঠে আসে৷

বিসকন্ধার এই সর্বশক্তিমান বচ্চন সিং.এর সঙ্গে বীজধান ও ধানের চারার দাবিতে ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে৷ ভূমিজীবী মানুষগুলির একতাবোধে বচ্চন সিং তাদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়৷ কিন্তু তারপরই শুরু হয় ক্রুদ্ধ বাবুসাহেবের কারসাজিক্ব মোকদ্দমা৷ উকিলের টাকা যোগাড় করতে না পেরে থানা.পুলিশের ভয়ে সবাই জমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়৷ সেই সব রায়তী জমিতে বন্দোবস্ত হয় সাঁওতালদের৷ এখানেই শেষ নয়ए নদীর ধারে পতিত জমি নিয়ে বচ্চন সিং.এর সঙ্গে ঢোঁড়াইয়ের আবার সংঘাত বাঁধে৷ নদীর ধারের পতিত জমিতে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য বচ্চন সিং সাঁওতালদের গোরু খোঁয়াড়ে দেয়৷ কিন্তু কোয়েরী ও সাঁওতালদের মিলিত বাধায় বচ্চন সিং পিছু হটে যায়৷ ঢোঁড়াইয়ের নেতৃত্বের দক্ষতাকে সকলে মেনে নেয়৷ ইতিমধ্যে এসে যায় বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলন৷ ঢোঁড়াইয়ের নেতৃত্বে রেশম চাষের তিতলিকুঠি পুড়ে যায়৷ গ্রেপ্তার এড়াতে সে আজাদ দস্তায় যোগ দেয়৷ সরাসরি রাজনীতির জগতে প্রবেশ করে ঢোঁড়াই৷ কিন্তু অচিরেই রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতা তার কাছেই ক্রমেই উন্মোচিত হয়৷ বিহারের ভূমিকম্পের পর বচ্চন সিংয়ের ছেলে লাডলীবাবু ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের ব্যবস্থা করলে সবাই ভাবে দৈত্যকূলে প্রহ্লাদ জন্মগ্রহণ করেছে৷ কিন্তু এক

বছর পর যখন রিলিফ এল তখন দেখা গেল সব রিলিফ পেয়েছে বাবুসাহেবরা। জিরানিয়ার মাস্টারজির আশ্রমে খবর নিয়ে জানা গেলए বিসকন্ধার রিপোর্টে বলা হয়েছেए গরিবদের ঘরের কোনো ক্ষতি হয়নি। তাছাড়া লাডলীবাবুর কাছে জমিসংক্রান্ত ব্যাপারে কোনো অভিযোগ করতে গেলেই সে জানায়ए জমির ব্যাপারে সে থাকে নাए ওসব দেখে বাবুসাহেব ও আনোখীবাবু। সবচেয়ে মজার বিষয় হল যারা ছিল ভূমিজীবী মানুষগুলির রক্তচোষক সেই ভূস্বামীদের মধ্যে থেকেই উঠে এল স্বাধীন ভারতবর্ষের শাসকরা।

তারপর নতুন সরকার গঠনের জন্য শুরু হয় ভোট উৎসব। বলন্টিয়রা ঢোঁড়াইকে ভুল বুঝিয়ে সকলকে তাদের স্বপক্ষে ভোট দেওয়ায়। ঢোঁড়াইদের ভোটের জোরেই পাটনায় কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যে বলন্টিয়দের মাধ্যমে গ্রামের লোকেরা খবর পায় ক্ষমতায় এসে কংগ্রেস সরকার যে নতুন আইন তৈরি করেছে তাতে জমিদার ও আধিয়াদার আধাআধি নয়ए আধিয়াদারেরা আঠারো.বাইশের ভাগে ফসল পাবে এবং ধান দিয়ে রসিদ পাবে। নীলাম যাওয়া জমি আধিয়াদার ফেরত পাবে। ভোপৎলাল আরও জানায়ए বারো বছরের উপর দখল থাকলে আধিয়াদারদের সরাতে পারবে না বাবুসাহেব। তাই কোয়েরীদের কণ্ঠে শোনা যায়ক্

> ঝমহাৎমাজী কানুন করে দিয়েছে। আর ভাববার কী আছে। রসিদ দখলए রসিদ জমিए রসিদ জিন্দগিए জান কবুলয মরে মুছে যাওয রসিদ দেওए ফসল লেও! রসিদ দেওए ফসল লেও! মহাবীরজীকি জয়! মহাৎমাজীকি জয়!ঋ[১৩]

কিন্তু রসিদ চাইতে গিয়ে দেখা যায়ए রায়তী স্বত্বধারী বচ্চন সিং বাবুসাহেবের মতো তথাকথিত কিষানের আধিয়াদের সেই রসিদ চাইবার হক নেই। তাছাড়া আগে থেকেই এই মর্মে দলিলে টিপছাপ দেওয়ানো আছে যে এদের যে জমি দেওয়া হল তা মাত্র এক বছরের জন্য। আসলে জমি যাদের আর্থিক সম্পদের ভিত্তি সেই লাডলীবাবুরা যদি ভূমি. সংস্কার ব্যবস্থার আয়োজন করেए তাহলে অবশ্য এই জাতীয় ভূমিসংস্কারই ঘটে। সুতরাং ভূমিজীবী মানুষগুলির জীবনে কোন হেরফের ঘটে না। ব্যক্তিজীবনের মতো রাজনৈতিক জীবনেও ঢোঁড়াই এক মহাশূন্যতার সম্মুখীন হয়। নিজেকে তার সর্বস্বান্তए

রিক্তএ নিঃস্ব মনে হয়। তাই শেষপর্যন্ত সে এস.ডি.ও সাহেবের কাছে ধরা দিতে যায়। এখানেই উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটেছে। সতীনাথ হয়তো চেয়েছিলেন এ যুগের উপেক্ষিতএ বঞ্চিত সাধারণ মানুষের জীবনোপকরণ নিয়ে নবরামায়ণ রচনা করতে আর নিপীড়িত শ্রেণির প্রতীক তাৎমাকুলোদ্‌ভূত ঢোঁড়াই হল সেই নবরামায়ণের রাম। তাৎমা ও ধাঙড়দের জীবনযাত্রা প্রণালীএ তাদের আচার.আচরণএ বিশ্বাস.সংস্কারের মধ্য দিয়ে বিহারের লোকজীবনের গোটা প্রকরণটাই উপন্যাসে ধরা পড়েছে। আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগে উপন্যাসে এসেছে স্থানিক রঙ। সামগ্রিক বিচারে তাই ঃঢোঁড়াই চরিত মানসঃ. কে বিহারের লোকজীবনের কথাকাহিনী বলতে কোন বাধা নেই।

তথ্যসূত্রঃ

1. সতীনাথ স্মরণেএ সুবল গঙ্গোপাধ্যায় ;সম্পাদ্ধএ প্রকাশভবনএ জানুয়ারি ২০১৩এ কলকাতা.৭৩এ পৃষ্ঠা. ৮ ;ভূমিকাদ্ধ ।
2. ধীমান দাশগুপ্ত ;সম্পাদ্ধএ সতীনাথ ভাদুড়ী শতবার্ষিকী সংকলনএ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃএ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯এ কলকাতা.৭৩এ পৃষ্ঠা.২৬১।
3. তদেবএ পৃষ্ঠা. ২৮।
4. তদেবএ পৃষ্ঠা. ১১২.১১৩।
5. শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য ;সম্পাদ্ধএ সতীনাথ রচনাবলী.১এ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃএ ফাল্গুন ১৪২৪এ কলকাতা.৭৩এ পৃষ্ঠা.২০১.২০২।
6. শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য ;সম্পাদ্ধএ সতীনাথ রচনাবলী.২এ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃএ ফাল্গুন ১৪২৪এ কলকাতা.৭৩এ পৃষ্ঠা.৪।
7. ডায়েরিতে সতীনাথ সম্পর্কে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য। উদ্‌ধৃত গোপাল হালদারএ পৃষ্ঠা.১৭।

8. শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য ;সম্পাদ্বএ সতীনাথ রচনাবলী.২এ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃএ ফাল্গুন ১৪২৪এ কলকাতা.৭৩এ পৃষ্ঠা.১৫০।
9. তদেবএ পৃষ্ঠা.২৩৭।
10. তদেবএ পৃষ্ঠা.১৫০.১৫১।
11. তদেবএ পৃষ্ঠা.১৫১।
12. তদেব পৃষ্ঠা.২০৪
13. তদেবএ পৃষ্ঠা.২১৫

সহায়ক গ্রন্থ

1. শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য ;সম্পাদ্বএ সতীনাথ রচনাবলী ১ম দ্ব ৪র্থ খণ্ডএ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃএ ফাল্গুন ১৪২৪এ কলকাতা.৭৩।
2. ধীমান দাশগুপ্ত ;সম্পাদ্বএ সতীনাথ ভাদুড়ী শতবার্ষিকী সংকলনএ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃএ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯এ কলকাতা.৭৩।
3. সতীনাথ স্মরণেএ সুবল গঙ্গোপাধ্যায় ;সম্পাদ্বএ প্রকাশভবনএ জানুয়ারি ২০১৩এ কলকাতা.৭৩।
4. সন্তোষকুমার মজুমদারএ সতীনাথঃ জীবন ও সাহিত্যএ আগস্ট ২০০৮এ করুণা প্রকাশনীএ কলকাতা.৯।
5. বিপ্লব চক্রবর্তী ;সম্পাদ্বএ সতীনাথ ভাদুড়ী শতবার্ষিকী রচনা সংকলন ;১ম খণ্ডদ্বএ জুলাই ২০০৯এ গ্রন্থালয়এ কলকাতা.৭৩।